অমর একুশের বইমেলা

জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বাহক

ড. মিহির কুমার রায়

প্রকাশিত: ২১:১৪, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের এক অনন্য চেতনাদীপ্ত অধ্যায় রচিত হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরেই। কিন্তু এ বছরে বিষয়টি ঠিক পূর্বের ন্যায় মিডিয়াতে প্রচারের সুযোগ পাচ্ছে না একটি কারণে। তা হলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হওয়ায় এবং অনতিপরেই পবিত্র রমাজানের কারণে বইমেলার তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৩ বার। শেষ পর্যন্ত বইমেলা শুরু হয়েছে ২৬ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, যার শুভ উদ্বোধন করেছেন নবনির্বাচিত বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

১৯৮৩ সালে প্রথম আয়োজন করা হয় ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলার। সে বছর তৎকালীন এরশাদ সরকার শিক্ষা ভবনের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে ট্রাক তুলে দেওয়ায় নিহত হন দু’জন শিক্ষার্থী। এমন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই বছর আর বইমেলা করা

সম্ভব হয়নি। তবে এর পরের বছর খুব জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বইমেলা। পাঠক এবং প্রকাশকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালেই বইমেলার সময়কাল বাড়িয়ে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলা একাডেমি। মেলার পরিসর বাড়তে থাকলে বাংলা একাডেমি চত্বরে আর জায়গা সংকুলান হচ্ছিল না।

২০১৪ সাল থেকে মেলা বেড়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত চলে যায়। ২০২০ সাল থেকে মেলার নাম হয় 'অমর একুশে বইমেলা'। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় বই একমাত্র জীবন সাথী যার বিকল্প কিছু আছে বলে মনে পড়ে না। কারণ মানবদেহের যে মনোজগৎ তার প্রধান খাদ্য হলো বই থেকে আহরিত জ্ঞান যা একজনকে আলোকিত করে, উজ্জীবিত করে এবং বস্তুকেন্দ্রিক জীবন বোধ থেকে বের করে নিয়ে আসে। যে কোনো মেলায় সমবেত হওয়ার মননগত প্রবণতা আছে বাঙালির। মেলায় মিলিত হওয়ার যে আনন্দ তা অন্যত্র পাওয়া যায় না। বইমেলায় বই কেনার গরজেই শুধু মানুষ আসেন না, আসেন সাংস্কৃতিক পীঠস্থান, উৎসবে মিলিত হওয়ার আনন্দে। তারপরও মানুষ বই কেনেন। যারা মেলা থেকে বই কেনেন, তারা কেউ কেউ হয়ত কোনোদিনও বই বিপণিতে গিয়ে বই কিনতেন না। এটাই বইমেলার গুরুত্ব।

বই পড়ার আনন্দ তীব্র। বই পড়ার মধ্যে আনন্দই পেতে চাই। আনন্দ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। বই পড়ায় নেশাও আছে। দুটো অভ্যাসেরই দরকারÑ বই পড়ার ও কেনার। বইয়ের জগৎ ভিন্ন এবং মানুষও ভিন্ন। এই ভিন্ন জগতে যারা বসবাস করে অর্থাৎ লেখক ও পাঠক উভয়েই নিজ নিজ অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত সমাজভিত্তিক জীবনের কাছে। যারা বইয়ের লেখক তাদের জীবন বোধ সমাজের আর দশটি মানুষের মতো নয় এবং তাদের সংখ্যাও সীমিত। যদিও একটি বইকে সম্পূর্ণ করতে সময় থাকে অফুরন্ত।

কারণ বই হলো সমাজের প্রতিবিম্ব যার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন কিংবা সমাজের রূপান্তর দৃশ্যত চোখে পড়ে। যে কাজটি সম্পন্ন করতে হয় একজন লেখককে।

অর্থাৎ, একটি নতুন সৃষ্টি নিঃসন্দেহে একটি কঠিন অনুশীলন যার মাধ্যমে মানসিক প্রাপ্তি অফুরন্ত অর্থ প্রাপ্তির চেয়ে। কিন্তু তারপরও বই রচয়িতাকে বাঁচতে হয় পরিবার-পরিজন নিয়ে এই বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক যুগে। বইয়ের লেখক ও পাঠকের সঙ্গে যোগ হন প্রকাশক যিনি বইকে নিয়ে যান অগণিত পাঠকের কাছে। প্রকাশনার মাধ্যমে সংগঠিত হয় বইমেলার আয়োজন বিশেষত ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে যাকে অনেকে বলে প্রাণের মেলা। যার জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকে সারাদেশের পাঠক সমাজ।
সময়ের আবর্তে এই বইমেলায় স্টলের আধিক্য বেড়েছে। বাংলা একাডেমির গতি পেরিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত। প্রতিদিনই নতুন বইমেলায় আসছে বিভিন্ন শাখায় যেমন উপন্যাস, গল্প, শিশু সাহিত্য, কবিতা, রম্য রচনা, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি যা তথ্য কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হচ্ছে নিয়মিতভাবে। আবার বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীরা লেখক, দর্শক, কবি সবারই সাক্ষাৎকার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টিত মেলা প্রাঙ্গণ অনেকের কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা মুক্তবুদ্ধি বিকাশের পথে অন্তরায়। প্রতিদিনই বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে টক শো চলছে বইমেলার বিভিন্ন নান্দনিক ও মানবিক দিক নিয়ে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, বইমেলা প্রাণের মেলা থেকে সরে আসছে কিনা? কারণ, কবি সাহিত্যিকদের আড্ডা দেওয়ার সে জায়গাটি তা অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে আসছে নিরাপত্তাজনিত কারণে। আবার যারা প্রতিষ্ঠিত বয়োজ্যেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক তাদের আগেকার মতো মুক্ত হাওয়ায় পদচারণার উৎসাহটি আর চোখে পড়ে না।

অনেকেই বলছেন, বই প্রকাশের ওপর নজরদারি ও পুলিশি তৎপরতা অনেকাংশে এই সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দায়ী বলে প্রতীয়মান। আর যারা আয়োজক বিশেষত সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলা একাডেমি অনেক ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে রাজনীতিসহ বিভিন্ন কর্মকা-ের কারণে। যার ফলে প্রাণের মেলা প্রাণহীন হতে বসেছে। অথচ সুধীজন বলছেন, বইমেলায় উপস্থাপিত এক একটি বই হলো মনের জানালা।

সমসাময়িককালে প্রবন্ধ, কবিতা ও উপন্যাসের খুব আকাল যাচ্ছে। কারণ, নতুন লেখক তৈরির যে পারিপার্শ্বিকতা তা কোনোভাবেই অনুকূলে নয়। আর ডিজিটাল পদ্ধতি এসে এখন মানুষ কাগজ-কলম থেকে দূরে সরে গেছে, যা সৃজনশীল চিন্তার পথে অন্তরায়। আর সমাজের সর্বস্তরের অস্থিরতা বিশেষতÑ সৃজনশীল কর্মকা-ের পথে অন্তরায় বিধায়, 'ত্যাগেই শান্তি ভোগে নয়,' এই বাণীটি এখন কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সংঘাতটি এখানেই এবং যারা এতে আত্মসমর্পণ করে, তাদের পক্ষে সাহিত্য সৃষ্টি কোনোভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ, এটি তার ও ভাবনার বিষয় যার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার বিষয়টি জড়িত। অর্থাৎ, কবি সাহিত্যিকদের মনে যখন ভাবের বন্যার সৃষ্টি হয় কিংবা ভাব যেখানে ভাষায় রূপান্তরিত হয়, সেখানেই সৃষ্টি হয় সাহিত্য।

অর্থাৎ, সাহিত্য হলো ভাবের আরশি। এই ভাবনার জায়গাটিতে যে যত বেশি পারদর্শী সে সাহিত্য সৃষ্টিতে তত বেশি সফল। যার বহির্প্রকাশ ঘটে প্রকাশনার মাধ্যমে, যার একটি ব্যবসায়িক দিকও রয়েছে। কারণ প্রকাশনায় বিনিয়োগ ও এর থেকে মুনাফা যদি না হয় তবে প্রকাশনা শিল্প গড়ে উঠবে কী করে? আবার কেউ কেউ বলে বইমেলা এখন বই ক্রয়-বিক্রয়ের মেলায় পরিণত হয়েছে। আর মিলন মেলা কিংবা প্রাণের মেলা ধীরে ধীরে নির্বাসনের দিকে এগোচ্ছে।

এখন অনেকেই একুশের বইমেলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন এর গুণগত অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে। এই পরিস্থিতির জন্য অনেকেই উদ্যোগী সংস্থার নীতিমালাকে দায়ী করছেন। তবে আমরা যদি আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়ায় অঙ্গীকারবদ্ধ হই তবে এ ধরনের বিষয় পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। তবে বিষয়টি এত সহজ নয়। ভাষা আন্দোলনের মাসের বইমেলার একটি আবেগের দিক রয়েছে সত্যি, কিন্তু এক বছরান্তে কতই বা সৃষ্টিশীল কাজ জাতীয় সন্তানদের কাছ থেকে আশা করে। কারণ সাহিত্যের মূল উপাদান প্রকৃতি এবং এই ক্ষেত্রটি সেখানে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। তা হলে লেখক, গবেষক ও কবির আশ্রয়স্থল কোনটিÑ যার সঙ্গে বইয়ের সম্পর্ক নিবিড়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে হবে বই, বইমেলা, প্রাণের মেলা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে নিয়ে।

বই মেলার মূল আকর্ষণ বই যা প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক মেলায় উপস্থাপিত। এর মধ্যে

সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় সরকারি প্রকাশনা সংস্থা বিশেষত গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানের বই বা প্রকাশনাগুলো অনেক পুরাতন। অর্থাৎ বই লেখা ও প্রকাশের গতিধারা অনেকাংশে সীমিত হয়ে গেছে। আর যেগুলো ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাদের সংখ্যা ও মান উভয় ক্ষেত্রেই বিপর্যয় পরিলক্ষিত। অর্থাৎ, বই লেখা ও প্রকাশনা উভয় ক্ষেত্রেই একটি সংকট বিদ্যমান।

তাই বইমেলার আয়োজনকারীদের অনেক কুশলী হতে হবে যদিও স্টল বরাদ্দ ও বেশি গ্রাহকের আগমনের একটি ব্যবসায়িক দিক রয়েছে। বইমেলা প্রতি বছরই আসবে এবং এর গুণগত ও ব্যবসাগত মান ধরে রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। কারণ, এই মেলাটি আর দশটি মেলার মতো নয়। যার সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের আবেগ জড়িত। সবশেষে বলা যায়, বই হোক আমাদের জীবন সঙ্গী এবং বইমেলা হোক তার চারণভূমি- যার হাত ধরে সমাজ এগোবে এবং জাতি পাবে তার স্বকীয়তা।

লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও সাবেক ডিন, সিটি ইউনিভার্সিটি